COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা বুলেটিন

CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ২১; জুন ২০২০ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, হতদরিদ্রদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকূলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

এ্যাডভোকেসি | স্থানীয় উদ্যোগ | অভিযোজন

উপকূলীয় মানুষের সুরক্ষায়, বাঁধ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা ও পর্যাপ্ত বাজেট নিশ্চিত করতে হবে

আলোকচিত্র: "জাতীয় বাজেট ২০২০-২১: বেড়িবাঁধ ও উপকূলের মানুষের সুরক্ষা" শীর্ষক ওয়েবেনিয়ারে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত নাগরিক সমাজ তারিখ: ১৩/০৬/২০২০

স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাঁধ নির্মাণে বাজেটে জরুরি বরাদ্দ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজ। তারা বলেছেন, উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বছরে অন্তত ১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে শুধু বাঁধের নকশা, নির্মাণের মনিটরিং ও অন্য কারিগরি সহায়তা নেওয়ার পরামর্শও দেন তারা। গত ১৩ জুন ২০২০ কোস্ট ট্রাস্ট ও সিএসআরএলের (ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড) যৌথভাবে 'জাতীয় বাজেট ২০২০-২১: উপকূলীয় বেড়িবাঁধ ও উপকূলের মানুষের সুরক্ষা' শীর্ষক বাজেট পরবর্তী অনলাইন সেমিনারে এসব দাবি ও পরামর্শ দেন বক্তারা। পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনার সংসদ সদস্য আখতারুজ্জামান বাবু। বক্তারা বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। কুতুবদিয়া ও কয়রার মতো অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে অনতিবিলম্বে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। সেমিনারে মূল বক্তব্যে কোস্ট ট্রাস্টের আরিফ দেওয়ান বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের পরও আমরা দেখলাম, এই বাজেটে বেড়িবাঁধে বাজেট বরাদ্দ বাড়েনি। যা উপকূলে মানুষের প্রাণ ও তাদের ফসল রক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলের অর্থনীতি এগিয়ে নিতে পারত। এরফলে উপকূলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রচারণায় কমিউনিটি রেডিও

আলোকচিত্র: কোভিড-১৯ নিয়ে রেডিও কৃষি সচেতানতামূল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে, চিত্র গ্রাহক: বিএনএনআরসি তারিখ: ০৮/০৪/২০২০

কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে বিএনএনারসি এর সহোযোগিতায় ৮টি কমিউনিটি রেডিও উপকূলীয় এলাকায় বিরতিহীনভাবে করোনাভাইরাস সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে একযোগে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জাতীয় প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং এ বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটির সাথে সমন্বয় করে কৌশলগত প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করছে। সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে জনসচেতনতামূলক উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হলো- করোনা ভাইরাস কি? কেন ছড়ায়? কিভাবে ছড়ায়? রোগীয় লক্ষণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে করনীয় সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য প্রদান করে। পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট (পিএসএ), কথিকা, স্পট, জিঙ্গেল, নাটিকা আলোচনা , বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও সাক্ষাতকার ইত্যাদি। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ায়, সংক্রামনের সাধারণ লক্ষণসমূহ এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নানা তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রসারের ফলে গ্রামীণ জনপদে যে সকল আতঙ্কের তৈরি হয়েছিল তা কমতে শুরু করেছে। শ্রোতারা ফোন কল এবং ক্ষুদে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রসাচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে পারছে। পাশাপাশি, কোভিড-১৯ ফোকালরা জাতীয় ও স্থানীয় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা সংগ্রহ করে সম্প্রচার করছে। ফলে সরাসরি ও সেরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে জোরালো সমন্বয় গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই সচেতনতামূলক সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করেই পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারছে নাসিমা

আলোকচিত্রঃ নিজের সবজি বাগানে কর্মরত নাসিমা বেগম। চিত্র গ্রাহকঃ আতিকুর রহমান, টেকনিক্যাল অফিসার, কোস্ট ট্রাস্ট তারিখঃ ০৮/০৩/২০২০

নাসিমা বেগম, ১৭ বছরের কিশোরী পিতামাত সহ পরিবারের অন্য ৮ সদস্য নিয়ে চর-জহির উদ্দিনের ৫নং ওয়ার্ডে বসবাস করে। তাঁর পিতা মোঃ রুহুল আমিন পেশায় একজন দিনমজুর। ফলে তার পিতার সামান্য উপার্জন দিয়ে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করা খুব কঠিন। ফলে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। ৫ম শ্রণির পর্যন্ত লেখাপড়ার করার পর নাসিমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। গত ১৭ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৯ কোস্ট ট্রাস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম শুরু করে। নাসিমা সেই ক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন।সদস্য পদ লাভ করে তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি ও গবাদি পশুর পালন ও সংরক্ষণ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পান।প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি বসত বাড়ির আশেপাশে বস্তা পদ্ধতিতে লাউ চাষ শুরু করেন। প্রথমে নাসিমা বেগম ১৫ টি পুরানো বস্তায় মাটি ও গোবর সংরক্ষন করে লাউয়ের চারা রোপন করেন। এর ফলে পরিবারের পুষ্টির চাহিদার পুরুনের পাশাপাশি তিনি প্রায় ১২০টি লাউ বাজারে বিক্রি করেন। লাউয়ের শাক এবং লাউ সহকারে তিনি প্রায় ৪৮০০ টাকার লাউ বিক্রি করেন। ২য় পর্যায়ে তিনি ৫ টি নতুন বস্তা যুক্ত করে পুনরায় আবারো ২০ টি বস্তাতে লাউ চাষ করেন। বর্তমানে তাতে আরো বেশ কিছু লাউ এবং শাক হবে বলে আশা করেন। নাসিমা বেগম বলেন আমার এখন বাজারে নিয়ে লাউ বিক্রি করতে হয়না, বাড়ি থেকেই শাক এবং লাউ বিক্রি হয়ে যায় । তিনি আরো বলেন বর্তমানে আমি এবং আমার পরিবার উক্ত পদ্ধতিতে লাউ চাষ করে আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তিনি আরো যোগ করে বলেন জলয়াবদ্ধ জায়গায় এই পদ্ধতিতে যে লাউ চাষ করা যায় তা আমার জানা ছিলোনা। বর্তমানে আমি উক্ত পদ্ধতিতে লাউ চাষ করে পরিবারের বড় ধরনের উপার্যনের পথ তৈরি করেছি। বর্তমানে আমি আমার পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত লাউ বাজারে বিক্রি করে সংসার পরিচালনায় সহযোগিতা করেত পারছি।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে "সিজেআরএফ" প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
মো : আবুল হাসান
কোস্ট ট্রাস্ট- সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
মো: সালেহীন সরফরাজ, সমন্বয়কারী, পার্টনারশিপ এন্ড এডভোকেসি
কোস্ট ট্রাস্ট- সিজেআরএফ প্রকল্প।
যোগাযোগ: ০১৭০৮১২০৩৩৫, anik@coastbd.net

প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
www.coastbd.net

বেড পদ্ধতির মাধ্যমে পরিত্যক্ত জমিতে মরিচ চাষে সফল রাজিয়া

আলোকচিত্রঃ নিজের সবজি বাগানে রাজিয়া বেগম। চিত্র গ্রাহকঃ চন্দন কান্তি দত্ত, টেকনিক্যাল অফিসার, কোস্ট ট্রাস্ট তারিখঃ ০৫/০৩/২০২০

কক্সবাজার জেলাধীন কুতুবদিয়া একটি উপকূলীয় অঞ্চল। এর মাটি অত্যন্ত উর্বর কিন্তু লবণাক্ত। ফলে সম্ভাবনা থাকার পরেও পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। রাজিয়া বেগম কুতুবদিয়ার একজন গৃহিনী এবং তার স্বামী একজন দিন মজুর। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭। স্বামীর উপার্জনে তাকে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হোত। তিনি স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে জানতে পারেন যে, কোষ্ট ট্রাস্ট আসহায় মানুষদের উপকার করে আসছেন এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। তিনি বিলম্ব না করে কোস্টে কর্মরত টেকনিক্যাল অফিসার চন্দন কান্তি দত্তর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তার দুঃখের কথা বর্ণনা করেন। পরে টেকনিক্যাল অফিসার ঐ স্থানে পরির্দশনে গেলে বুঝতে পারেন সবজি চাষের জন্য জায়গাটি অত্যন্ত উপযোগী।

তখন তার সাথে কথা বলে তাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কোস্টের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে যারা সবজি চাষ করেছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি একটি জায়গা নির্বাচন করেন এবং ঐ জায়গাটিতে ৮ শতাংশ জমিতে রংপুর মডেলের ৮টি বেডের মাধ্যমে মরিচের চাষ শুরু করেন। শুরুতে তার কোন ধরণের সাহায্যকারী ছিল না। কোস্টের প্রদত্ত সহায়তায় তিনি স্বস্তি পান। তিনি কোস্টের প্রদত্ত সহায়তা এবং নিজের কিছু অর্থের সমন্বয় করেন। তিনি বর্তমানে মরিচ ক্ষেতের দেখাশোনা ও পরিচর্যায় সময় ব্যয় করেন। বর্তমানে তার ক্ষেতে মরিচ ভরপুর। তিনি প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকা পর্যন্ত মরিচ বিক্রি করেন এবং বর্তমানে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। কোস্ট ট্রাস্টের সহায়তা এবং পরামর্শক্রমে তিনি উপকার লাভ করেছেন। তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং অপরজনকে তিনি এই পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল নারী।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য এবং অর্জন জুন, ২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য পিপিটি পর্যবেক্ষণ	০২	০২
২	সকল স্টাফদের সাথে মাসিক অনলাইন মিটিং	০১	০১
৩	উপকূলীয় বাঁধ রক্ষার্থে জাতীয় সেমিনার	০১	০১
৪	পার্টনার মিটিং	০১	০০
৫	বেইজ লাইন জরিপ ও উপকারভোগী নির্বাচন	১০৯	৯৪